দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে দুই যুবকের অপমৃত্যু

দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে দুই যুবকের অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে বাবুল আক্তার (৩৭) রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। সে সেলুনের কাজ করতো। এছাড়া সে মালেশিয়ায় গিয়েছিল। সেখানে অসুস্থ্যতা বোধ করলে বাড়ি চলে আসে। তার ১৪ বছর ও ৮ বছরের ২টি ছেলে আছে।

সকালে বাড়ির লোকজন তার ঘরে গিয়ে ডেকে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখে সে রাতে ঘুমের ঘরে কোনো এক সময় মারা গেছে। এ বিষয় ৯৯৯ এ কেউ একজন মোবাইল ফোন করে বলেন, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে। এরপর এসপি সার্কেল মোস্তাফিজুর রহমান ও দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন তদন্ত করেন।

এছাড়া বেলা ১টার দিকে ডিবি, পিআইবি, ডিএসবি ও পুলিশ অধিকতর তদন্ত কাজ শুরু করেন। বেলা পৌনে ৩টার দিকে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য তার লাশ চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দেন। বাবুল আক্তারের পিতা তাজুল ইসলাম ও স্থানীয় লোকজন জানান, সে দীর্ঘদিন ধরে ডাবেটিকস-সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিল। এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন তদন্ত করে করেছেন বলে জানান, তিনি সাংবাদিকদের জানান, সে অসুস্থ্যতা জনিত কারণেই মারা গেছে।

যেহেতু ৯৯৯ নাম্বারে কেউ একজন মোবাইল ফোন করে বলেন, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ কারণে আমরা তার লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছি। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে সঠিক ঘটনাটি জানা যাবে।

এছাড়া দর্শনা থানাধীন গহেরপুরের এক যুবক গলাই ফাঁস দিয়ে মারা গেছে। সে গহেরপুর গ্রামের তপন মাঝির ছেলে প্রান্ত (১৮)। গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ির পাশে বাগানে গাব গাছের সাথে গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ ও গ্রামবাসী জানান, প্রান্তর মাথায় সমস্যা ছিল। দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর জানান, রাত ২টা ৩০

মিনিটের সময় ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়।

গাংনীত প্রবাসীর স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে ধুম্রজাল, লাশ উদ্ধার

মেয়ের শাশুড়িকে (বিয়াইন) গাছ খাওয়ানোর অভিযোগ দিয়ে ননদ জেলেহার খাতুন ও সতীন রাজিয়া খাতুন তিনদিন আগে থেকেই নির্যাতন চালিয়ে আসছে আরছোনা খাতুনকে।
বৃহস্পতিবার বিকালে তাকে নির্যাতন করে হত্যা করে তারা। এটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে মরদেহ নিয়ে নানাভাবে নাটকও সাজিয়েছে স্বামীর পরিবার। বাড়ি থেকে আরছোনা মারা গেলেও তাকে নিয়ে স্থানীয় ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতালে যাওয়া। পুলিশকে না জানিয়েই তড়িঘড়ি করে মাটি দেওয়ার পায়তারা। অবশেষে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। এসব অভিযোগ করেন নিহতের বড় ভাই আব্দুর রশিদ।
তিনি জানান, প্রায় ১৮/১৯ বছর আগে আমার বোন আরছোনা খাতুনের সাথে করমদী গ্রামের হাসান আলী দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এর আগে আমার বোনের ওই গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল। পরোকিয়া করে আরছোনাকে বের করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন হাসান। আরছোনার মেয়েকে তার চাচাত ভাইয়ের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে বিয়ে দেন । মেয়ের শাশুড়ি নাজেরা খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই অসুস্থ হওয়াকে আমার বোন আরছোনাকে দায়ী করে সতীন ও ননদ। এ নিয়ে আমার বোনের উপর বেশ কয়েকদিন ধরেই অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আসছেন তারা।
নিহত আরছোনার বোন রেকসোনা বলেন, মরার আগে আমার বোন তিন দিন খাইনি। আমার দুলাভাই ২ মাস আগে সৌদী থেকে বাড়ি এসেছে। আগামিকাল তার বিদেশ ফিরে যাওয়ার কথা।
রেকসোনা অভিযোগ করেন আমার বোনের মুখে বিষের কোনো গন্ধ নেই। শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারের দাগ আছে। আমার বোনকে নির্যাতন করেই হত্যা করেছে তারা।

আরছোনা খাতুন গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আনসার আলীর মেয়ে। তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় মেম্বর আব্দুল হামিদ বলেন, তাদের পারিবারিক ঝামেলা আছেই। তবে, তার মুখে বিষের কোনো আলামত মেলেনি।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে কি কারণে মৃত্যু হয়েছে বিষয়টি এখনও পরিস্কার নয়।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। এঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

গাংনীতে গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ, মামলা হলো অপমৃত্যু’র!

মেহেরপুরের গাংনীর চেংগাড়া গ্রামের শাকিল আহমেদের বিরুদ্ধে গৃহবধু নাসিমা খাতুনকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠলেও শেষ পর্যন্ত অপমৃত্যু’র মামলা করেছে পুলিশ।

রবিবার রাতে পুলিশ বাদী হয়ে অপমৃত্যু’র মামলাটি দায়ের করেন। নাসিমার মৃত্যু’র পর থেকে শাকিল পলাতক রয়েছে। গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান,নাসিমা খাতুনের মরদেহের সুরত হাল শেষে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় ইউডি (অপমৃত্যু) মামলা হয়েছে। ময়না তদন্তে হত্যা করা হয়েছে এমন প্রতিবেদন আসলে তখন হত্যা মামলা নেয়া হবে। নিহতের স্বজনরা জানান,নাসিমা খাতুনের লাশ স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। নাসিমার করুন মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে অসহায় পরিবারটিতে। পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি যথাযথ নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তি হোক। কোন অপশক্তির

কালো থাবায় যেন তদন্ত ও ন্যায় বিচার থেকে নাসিমার স্বজনরা বঞ্চিত না হয়।

উল্লেখ্য: গত রবিবার সকালে চেংগাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পাড়ার শাকিলের বিরুদ্ধে যৌতুক না দেওয়ায় তার স্ত্রী নাসিমা খাতুনকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠে। নিহত গৃহবধু নাসিমা খাতুন চেংগাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদ বাবুর মেয়ে।

নাসিমা ১ বছর পুর্বে চেংগাড়া গ্রামের শাকিলের সাথে তার মেয়ে নাসিমার বিয়ে হয়। বিয়ে হওয়ার পর থেকে যৌতুকের জন্য মেয়ের উপর অমানবিক নির্যাতন করে আসছিলো। যৌতুকের টাকা না পেয়ে ও শাকিলের পরোকিয়া প্রেমে বাধা দেওয়ার কারনেই নাসিমা খাতুনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়।